রঘুনাথগঞ্জ শাখার
শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে
মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও
বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়
ইলেকট্রনিকের সকল রকম
ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের
১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত
১০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত
বিশেষ কনশেসন
ধনরাজ পিপাড়া
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট), মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৩ ইং 19th Oct 1966 { ২২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
বিপুলতা আবাবে।
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাস ঘর
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

স্টুডেন্টস ফেভারিট
স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

দুর্গোৎসব

দুর্গা শব্দের ধাতুগত অর্থ—অতি দুঃখে যাঁহার নিকট গমন করা যায় অর্থাৎ অত্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া যাঁহার অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

প্রজাপতি ব্রহ্মা মধু-কৈটভ নামক অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পরে মহাদেব দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া ত্রিপুরাসুরকে নিধন করেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীহীন হইয়া দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ সুরথ শত্রু কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া মেধস মুনির উপদেশানুসারে নদীতটে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। তাহার ফলে হৃতরাজ্য পুনঃ-প্রাপ্ত এবং জন্মান্তরে সাবর্ণি নামক মনু হন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধার্থে লঙ্কাধামে দুর্গা পূজা করিয়া দেবীর বরে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া এই মহাপূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালে সমস্ত দেবদেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া অকালে তাঁহার বোধন অর্থাৎ তাঁহাকে জাগাইতে হইয়াছিল। তদবধি শারদীয় মহাপূজার আরম্ভ হইয়াছে। মহামায়া দুর্গা দেবী তাঁহার পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করার ব্যপদেশে শ্রীরামচন্দ্রের বল-বিক্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও চরিত্রের, ভক্তির কঠোর পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তবে প্রসন্না হইয়াছিলেন। পূজার উপকরণ—(১) গজদন্ত মৃত্তিকা, শূকরদন্ত মৃত্তিকা সংগ্রহে বল-বিক্রম-শক্তির পরীক্ষা করেন। (২) বেশ্যা দ্বার মৃত্তিকা সংগ্রহে জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। এক শত আটটি নীলপদ্ম মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে গিয়া রামচন্দ্র দেখিলেন একটি পদ্ম কম হইতেছে তখন অধুনা প্রচলিত কষ্টলভ্য দ্রব্যের অনুকল্পে (পরিবর্ত্তে) গঙ্গোদকম্ না দিয়া ধনুর্ব্বাণ দিয়া স্বীয় একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া নীলপদ্মের পরিবর্ত্তে মা মহামায়ার চরণে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। মা মহামায়া শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তির পরীক্ষায় তাঁহাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

পূজার উপকরণ সংগ্রহে আজকাল আর বেশী ছুটাছুটি করিতে হয় না, এক দশকর্ম্ম দ্রব্যালয়ে গিয়া এক টাকা বা পাঁচ সিকা মূল্য দিলেই কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, ইরাবতী নদীর জল হইতে আরম্ভ করিয়া সব দ্রব্য সংগৃহীত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র জটা বল্কলধারী হইয়া মা মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এখনকার মত বেশ বিন্যাসের কোনও আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইতে হয় নাই।

আজকালকার ভক্তগণের দেবী পূজায় সাত্ত্বিকতার লেশ মাত্র নাই। রাজসিকতার অর্থাভাব। তামসিকতার জন্য চাঁদার খাতা হাতে দ্বারে দ্বারে লোকের বিরক্তি সঞ্চার করিতে হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র একবার মাত্র মায়ের আরাধনা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের মত অত্যাচারীকে নিধন করিয়াছিলেন। মা মহাশক্তি তাঁহাকে সে শক্তি প্রদান করিতে কার্পণ্য করেন নাই।

আজকাল লোকের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, সম্পদ নাই। আজ উৎসব যেন উৎপাতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জানি না মা জগদম্বা কবে এই নিরন্নদের দেশে রণবেশে না আসিয়া যদি অন্নপুর্ণা মূর্ত্তিতে আবির্ভূ্তা হন, বুভুক্ষিতের জঠরানল নির্ব্বাপিত হইয়া আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া হাসিমুখে মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হয়।

আজ ক্ষুধার্ত্ত দেশ দুর্গতিনাশিনী দুর্গার নাম না করিয়া ডাকিতেছে—অন্ন দে মা অন্নদে! এই অগণিত কণ্ঠের অন্নদে! অন্নদে! ডাক শুনে যদি মা অন্নদার কৃপা হয়। মা দিগম্বরী ও দিগম্বরের পুত্র কন্যা আমরা মা বাবার মত হইতে চলিয়াছি মা। তোর কাছে কি আবদার করার অধিকার আমাদের নাই মা। তোর সপত্নী আমাদের বিমাতা মা-গঙ্গা তিনি কিন্তু বুক পেতে আছেন, আমরা তাঁরই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েও শীতল হবো মনে করেছি।

মায়ের আগমনী

মায়ের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে বাংলাদেশের ভিখারীগণ একমুষ্টি বা একটি পয়সার বিনিময়ে দ্বারে দ্বারে কেউ খঞ্জনী, কেউ বেহালা, কেউ খমক (গাবগুবা) বাজাইয়া যে সঙ্গীত পরিবেশন করিতেন তাহা কালের কুটিল গতিতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে আমরা দুই একটি জানাশুনা গায়ক ভিক্ষুককে তাঁহাদের এই বিতৃষ্ণার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর যখন চাল লইয়া নানা জনে নানা চাল চালিতে সুরু করে তখন তাঁহাদের সমস্ত ঝোলা ট্রেণে, রাস্তায় হাফ প্যাণ্ট পরা লোক কাড়িয়া লইত।

OPEN পত্রে গোপন কথা

সপ্রণাম নিবেদন—

মায়ের অসুখ, খোকাখুকী ভাল নাই। ওষুধগুলি এনো, পাছে ভুল হয় ব'লে ছড়া ক'রে দিলাম।

জয়মঙ্গল রস—খুকীর জ্বরে করবে গুণ,
বাসারিষ্ট এনো—খোকা কেসে হচ্ছে খুন।
কুটজাসব এনো—মায়ের রক্ত অতিসার,
সুরবল্লী-কষায় এনো—ঢাকতে আমার হাড়।
মকরধ্বজ সি, কে, সেনের—ভেজাল কিছু নাই,
তেজস্কর ওষুধ এটা—নাইকো পাড়াগাঁয়।
লইবে আর এক দ্রব্য—এঁদের নিকটে,
আছে কিনা আছে দেখি—বুদ্ধি তোমার ঘটে।
নিয়ে এসো প্রায় তা' তুমি—লিখছি শুধু কেন!
বে-আদবী হলো বুঝি—রাগ ক'রোনা যেন।

সেবিকা—শ্রীমতী।

সিঁদ ও চুরি

দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ নূতন হাসপাতালের উত্তর দিকে শ্রীপাঁচকড়ি সাহা মহাশয়ের ভাড়াটিয়া জঙ্গিপুর ফৌজদারী কোর্টের করণিক বহরমপুর নিবাসী শ্রীউমানন্দ সাহা মহাশয়ের ঘরে চোরে সিঁদ কাটে। ইঁট পড়ার শব্দে গৃহস্বামী জেগে উঠায় চোরেরা সফলকাম হয় নাই।

গত ১৬ই অক্টোবর রবিবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার সন্নিকটে তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দিকে শ্রীহৃদয়রঞ্জন দত্ত মহাশয়ের বাসা-বাটীর একটী ঘরের জানালার লোহার শিক বাঁকাইয়া চোর ঘরে প্রবেশ করে। অনেকগুলি ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া একটা সোনার গহনা ও খানকতক কাপড় লইয়া গিয়াছে। পিতল কাঁসার বাসনে হাত দেয় নাই। যথাসময়ে থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও কেহ তদন্তে আসেন নাই।

গত ১৬ই অক্টোবর রাত্রিতে বালিঘাটার শ্রীতেনু হালদারের ঘরে চোরে সিঁদ কাটিয়া যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে। গরীব মানুষ পুজোপলক্ষে ছেলে-মেয়ের জন্য জামাকাপড় কিনেছিল তাহাও লইয়া গিয়াছে। এমন কি কাঁথাগুলি পর্য্যন্ত লইতে ভুলে নাই। আসন্ন শীতে কি গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করিবে সে এক দুশ্চিন্তা।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জ বা কু সু ম তৈ লে র গু ণ অ তু ল নী য়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

সারাদিন পণ্ডশ্রম করিয়া রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরিত। এইজন্য আর তারা গান করিয়া ভিক্ষা করে না।

ত্বরা যাও হে গিরিবর—
আনিতে আমার উমাধনে
না হেরে মার চন্দ্রবদন
বুঝি বাঁচিবনা প্রাণে।

অবলা করেছেন বিধি,
পরাধীনা জন্মাবধি,
এনে দাও মোর উমানিধি
ধরি তব শ্রীচরণে।

ভিখারী হরের ঘরে
মা, রহে খুব কষ্ট ক'রে,
এমন দিনও আসে মায়ের—
দিন কাটে ঘোর অনশনে।

গিরিরাজ হিমালয় পত্নী মেনকার অনুরোধে কৈলাসে উমার নিকটে গিয়া স্বামীর নিকট পিত্রালয় যাইবার অনুমতি চাইতে বলায় মা জগদম্বা জগৎ পিতা সদানন্দের নিকট অনুমতি চাইছেন—

গীত

বদন তোল মদন রিপু,
যাইব জনক বসতি।
নগেন্দ্র এসেছেন নিতে
যোগেন্দ্র দাও অনুমতি।

সম্বৎসর হইল গত—
মা আমার কাঁদিছে কত
বিদায় দাও তিন দিনের মত
আসবো আমি শীঘ্রগতি।

সিন্ধুতে ডুবেছে ভাই,
মায়ের আমার কেউ নাই
মায়ের কাছে যেতে চাই,
বিদায় দাও হে পশুপতি।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

স্ত্রীধনে ধনবতী প্রেয়সীর অসি-সঞ্চালন

"গচ্ছ দেব যথা সুখং"

প্রেয়সীর অসি রোধক সুবর্ণ-রশি

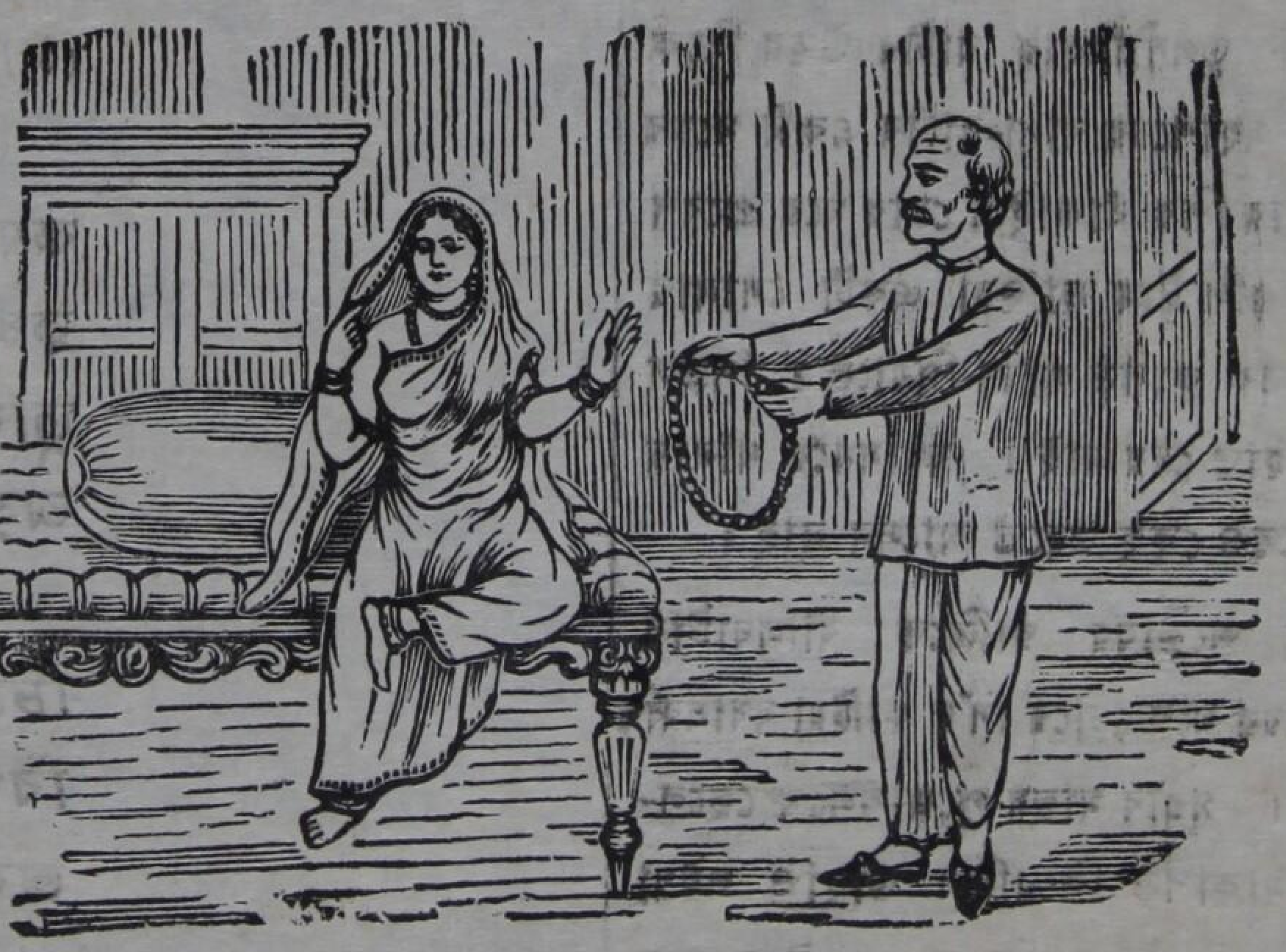

"এ গৃহিনী বৃদ্ধের গ্রহণীর বাড়া"

ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের ঔদ্ধত্য

গত ১৭ই অক্টোবর সোমবার জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডার শ্রীবিষ্ণুপদ সাহা (ওরফে ক্যাবলা) মহাশয়ের নিকট ক্রিমিন্যাল কোর্ট বার-এসোসিয়েসনের এ্যাডভোকেট শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মোহরার শ্রীসহদেব দাস ডেমি কিনিতে যান। শ্রীসাহা রূঢ় ভাষায় তাঁহাকে অন্য ভেণ্ডারের নিকট হইতে ডেমি কিনিবার নির্দ্দেশ দেন। শ্রীদাস "ডেমি আপনার নিকটই লইব" বলায় শ্রীসাহা উত্তেজিত হইয়া শ্রীদাসকে মারিবার জন্য তালা ছুঁড়িতে উদ্যত হওয়ায় তিনি স্থান ত্যাগ করেন। পরে শ্রীদাস জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর বিচারক শ্রীরঞ্জিতকুমার দেবনাথ মহোদয়ের এজলাসে ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বিচারক মহোদয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ধারায় শ্রীসাহাকে তলব করিয়াছেন।

শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

গত ১১-১০-৬৬ তারিখে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে মির্জ্জাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। তিনি এই বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষাব্রতী স্বীকৃতি পাইয়াছেন। সভায় স্থানীয় বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

ভাগীরথী নদীতে
পাটের জাগ

গিরিয়া-খেজুরতলা হইতে লালখাঁর দিয়াড় পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর জলে পাটের জাগ দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার ফলে নদীর জল দূষিত হইয়া সংক্রামক ব্যাধি দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে। এই বিষয়ে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শারদীয় মহাপূজার অবকাশ

"জঙ্গিপুর সংবাদে"র গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট নিবেদন করিতেছি—বর্ত্তমানে আমাদের প্রাপ্য দুই সপ্তাহের অবকাশ না লইয়া উহা সময়ান্তরে লইব।

বিনীত সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

বিবাহ বিভ্রাট

গত ১০ই ও ১১ই অক্টোবর রাত্রিতে জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন বিভাগের অভিনেতা অভিনেত্রীরা 'বিবাহ বিভ্রাট' অভিনয় করিয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন। প্রতিদিন পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী ও বালক-বালিকা অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের জেলা ইনফরমেশন অফিসার শ্রীজিতেন্দ্রলাল কুণ্ডু ও জঙ্গিপুরের মহকুমা ইনফরমেশন অফিসার শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রত্যহ অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সরস্বতী লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীগোপাললাল সিংহ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীগৌরীশঙ্কর সিংহ ও শ্রীকানাইলাল সিংহ দর্শকদের বসিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

বৃষ্টি

১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার বৈকালে মেঘ ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। পূজার সময় বৃষ্টি হইলে লোকের নাকাল হইবে। ছেলেমেয়েরা আনন্দ করিয়া প্রতিমা দেখিতে পারিবে না। আনন্দময়ীর আগমন নিরানন্দে অতিবাহিত হইবে।

সাইকেল চুরি

গত ১৬ই অক্টোবর রবিবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসের সন্নিকটস্থ শ্রীভবানীচরণ হাজরা মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখ হইতে মিঞাপুরের শ্রীবলরাম সাহা মহাশয়ের সাইকেলখানি চুরি গিয়াছে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ, পোঃ বহরমপুর, বিজ্ঞপিত করিতেছেন মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার কর্ত্তৃক ২৯-৮-৬৬ তারিখে ইহার সভায় কান্দি—সাঁকোঘাট রুটে রুটের স্থায়ী অপারেটর শ্রীমতী ওফিজা খাতুন, নোনাডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ-এর অনুকূলে স্থায়ীভাবে প্রত্যহ উভয় দিকে অতিরিক্ত এক ট্রিপ মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের মোটর যান আইনের ৫৭ ধারা অনুযায়ী এই ব্যাপারে আর্জিসমূহ উপরোক্ত সচিব কর্ত্তৃক ১৯৬৬ সালের ১৪ই নভেম্বর বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার কর্ত্তৃক আর্জিসমূহ (যদি পাওয়া যায়) বিবেচনার তারিখ, সময় ও স্থান যথাসময়ে জানানো হইবে।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

৩১৮/৬৬ অন্য মোকর্দ্দমা

বাদী—১। রাইহান সেখ, ২। সেখ মঞ্জুর হোসেন, ৩। বক্তিয়ার হোসেন সাং দোহিতপুর থানা ফরাকা

বিবাদী—শরীফুদ্দিন সেখ দিং

দেঃ কাঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে এতদ্দ্বারা থানা ফরাকা অধীন দোহিতপুর গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে উক্ত মৌজায় ৪৭২ ও ৪৭৩নং দাগ গ্রামের সর্ব্বসাধারণের কবরস্থান ও উহা গ্রামের সর্ব্বসাধারণ কবর দেওয়া স্বত্ব lost grant মূলে দখলীকার। বিবাদীগণ উক্ত স্থান খরিদ করা প্রকাশে সাধারণের ব্যবহারে বাধার সৃষ্টি করিতে উদ্যত হওয়ায় বাদীগণ বিবাদীগণের বিরুদ্ধে স্বত্ব থাকা সাব্যস্থে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবত দেঃ কাঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৯৬৬ সালের ৮।১২।৬৬ তারিখে দর্শাইবেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

By Order
H. K. Roy, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur.

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল পঞ্চায়েৎ**, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)